بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর দানশীলতা ও উদারতার কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬শে জুন, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনে আমরা গরীব-দুঃখীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং দানশীলতার বহু ঘটনা দেখতে পাই। আর শুধুমাত্র তাঁর দাবির পরেই নয়, বরং জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে এবং যৌবনকালেও তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের এমন অনেক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে মায়ের কোলে লালন-পালন করিয়েছেন, সেই মায়ের জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও আমরা গরীব-দুঃখীদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও উদারতার ঘটনা দেখতে পাই; অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর প্রকৃতিতে সততা ও পুণ্যস্বভাব সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকেও উন্নত নৈতিকতা শিক্ষার পরিবেশ লাভ করেছিলেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মাঈ চেরাগ বিবি সাহেবা অর্থাৎ হযরত আকদাস (আ.)-এর মহীয়সী মাতা মহোদয়ার পরিবার হোশিয়ারপুর জেলার আইমা গ্রামে একটি সম্মানিত ও খাঁটি মোঘল পরিবার ছিল। তাঁর স্বভাবের মাঝে দানশীলতা, উদারতা এবং আতিথেয়তা একদম ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। একজন সতী-সাধ্বী ও পবিত্রতার দেবী সমতুল্য নারীর মাঝে যে সকল উচ্চমানের গুণাবলী থাকা উচিত, তা সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি সর্বদা প্রফুল্ল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতেন। মেহমানদারীর জন্য তাঁর হৃদয়ে গভীর আবেগ ও উদারতা ছিল। তিনি যদি সংবাদ পেতেন যে চারজন মানুষের জন্য খাবার পাঠাতে হবে, তবে যখন খাবার যেত তা আটজনেরও বেশি লোকের জন্য হতো। নিজের শহরের গরীব-দুঃখী ও অসহায়-দুর্বলদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন এবং তাঁর এক বিশেষ রীতি ছিল, গরীবদের মৃতদেহের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতেন।

হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যে সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিয়ালকোটে চাকরি করতেন, একবার হুযূর (আ.)-এর জন্য তাঁর মাতা মঙ্গল নামের এক নাপিতের মাধ্যমে দুই জোড়া

পোশাক এবং কিছু পিন্নি (এক প্রকার মিষ্টিজাতীয় খাবার)পাঠিয়েছিলেন। মঙ্গল নাপিত বলেছে, যখন আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে শিয়ালকোট যাই এবং সেগুলো হুযূরের সম্মুখে রাখি তখন হুযূর (আ.) বলেন, তোমার অংশে যা আসে তুমি নিয়ে নাও এবং আমার অংশটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি বলি, হুযূর! এগুলো তো আপনার জন্য; আপনার আম্মাজান পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, তুমি এসব জিনিস এত দূর থেকে কষ্ট করে বয়ে এনেছ, তাই তোমার অর্ধেক প্রাপ্য; তুমি অবশ্যই নিয়ে যাও। এভাবে তিনি আমাকে এক জোড়া পোশাক এবং কিছু পিন্নি দিয়ে দেন এবং বলেন, আম্মাজানকে গিয়ে বলো যেন আমাকে এখান থেকে শীঘ্রই ফিরিয়ে নেন, এখানে আমার মন বসে না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব(আ.) যখন চাকরিসূত্রে শিয়ালকোটে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি যে বাড়ির চিলেকোঠায় থাকতেন, সেই বাড়ির কারো সাথে মেলামেশা করতেন না এবং তিনি যে ভাতা পেতেন তা অভাবী ও অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজের জন্য কেবল খাওয়ার খরচটুকু রাখতেন।

প্রাথমিক যুগে যেহেতু তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন, তাই এ ধরনের উন্নত নৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত গোপনে হতো। কিন্তু যখন খোদা তা'লা তাঁকে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন এবং তাঁর অবস্থা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে, তখন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার এবং বর্ণনা করার মতো মানুষও সৃষ্টি হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাহায্য প্রার্থনাকারীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না।

হযরত মওলানা আবদুল করীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন এমন হয় যে, আসরের নামাযের পর তিনি (আ.) ওঠেন এবং মসজিদের বাইরে যাবার জন্য দরজায় পা রাখেন। এমন সময় এক ভিখারি মৃদুস্বরে বলে, আমি একজন সাহায্যপ্রার্থী। হযরত সাহেবের তখন কোনো জরুরি কাজও ছিল এবং সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অন্য মানুষের আওয়াজের সাথে কিছুটা মিশে গিয়েছিল, তাই তিনি মনোযোগ দিতে পারেন নি। তিনি ভেতরে চলে যান, কিন্তু সেই মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁর মস্তিষ্কে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাকে খুঁজতে বলেন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যায় নামাযের পর তিনি যখন পুনরায় বসেন, তখন সেই ভিখারি আবার আসে এবং নিজের অভাবের কথা জানায়। হযরত আকদাস (আ.) অতিদ্রুত নিজের পকেট থেকে কিছু বের করে তার হাতে দেন আর তখন এমন মনে হচ্ছিল যে, তিনি এত বেশি আনন্দিত হয়েছেন যেন তাঁর ওপর থেকে কোনো ভারী বোঝা নেমে গেছে।

কাদিয়ান থেকে ছয় মাইল দূরে 'সাঠিয়ালী' নামের একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একজন গ্রাম্য জাট ফকির আসত। সে মসজিদে মুবারকের ছাদের নিচে জানালার কাছে এসে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতো, গোলাম আহমদ! এক রুপি দাও। এরপর সেখানে বসে পড়ত। হযরত সাহেব (আ.) যদি ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে সে কিছুক্ষণ পরপর এভাবে আওয়াজ দিতে থাকতো। অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হতো। কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) যদি জানতে পারতেন যে, কেউ তাকে কিছু বলেছে তবে তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং হাসি মুখে তাকে এক রুপি দিয়ে দিতেন।

১৯০৫ সালে হুযূর (আ.) শেষবারের মতো দিল্লী সফর করেন। একদিন তিনি দিল্লীর বিভিন্ন মাজার ইত্যাদি দেখার উদ্দেশ্যে বের হন। কেউ একজন নিবেদন করে, হুযূর! এই পথে এত বেশি ভিক্ষুক থাকে যে, চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আজ আমরা এদিক দিয়েই যাবো আর ভিখারিরা যা চাইবে তাই দিয়ে দেবো। সেদিন অবশ্য তত ভিখারি পাওয়া যায়নি, তবুও কিছু লোক পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাহিদানুযায়ী সাহায্য লাভ করে।

হযরত হাফিয আহমদুল্লাহ্ সাহেব নাগপুরী (রা.) বলেন, একদিন হুযূর (আ.) গোলকামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে প্রায় ২০ বা ২৫ জন লোক উপস্থিত ছিল। হুযূর (আ.) কিছু নসীহত করছিলেন, এমন সময় এক ফকির এসে উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য চাইতে আরম্ভ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে এটি খুবই

বিরক্তিকর মনে হয় যে, সে হুযূরের কথার মাঝে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাই আমি দরজা বন্ধ করে দেই। তিনি (আ.) কথা থামিয়ে আমাকে বলেন, বাড়ির ভেতরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করো এবং এই সাহায্যপ্রার্থীকে ভেতর থেকে কিছু এনে দেয়ার ব্যবস্থা করো– আরও বলেন, সাহায্যপ্রার্থীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া উচিত না।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৯২ সাল থেকে কাদিয়ানে আসতাম এবং ১৮৯৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে চলে আসি। আমার সামনে বহু লোক সাহায্য চাইতে এসেছে, কিন্তু আমি হযরত মসীহ্ (আ.)-কে কখনো দেখিনি যে, তিনি যাচনাকারীকে তামার মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা দিয়েছেন। বরং তিনি সর্বদা রৌপ্য মুদ্রা দিতেন, অর্থাৎ বেশি অর্থ দিতেন।

একজন অ-আহমদী ফকির একবার হযরতের সমীপে এসে আবেদন করে যে, 'আমি জঙ্গলে একটি কূপ খনন করতে চাই। যাতে মুসাফিররা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে এবং তারা এর পানি পান করবে।' হযরত মৌলভী ইরফানী সাহেব (রা.) বলেন, হযরত সাহেব (আ.) তাকে এই উদ্দেশ্যে দুইশ' রুপি দিয়ে দেন, এই বলে যে, "তুমি তো মানব-সেবার জন্যই এই কাজ করছ। যাও, কূপ খনন করো, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি।" তিনি (আ.) জামা'তকে মানবসেবার যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন, তার ব্যবহারিক আদর্শ তিনি স্বয়ং স্থাপন করে দেখিয়েছেন।

হযরত আবদুস সামী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-র আকীকা ছিল এবং লঙ্গরখানায় সকল অতিথি খাবার খাচ্ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তাদের সাথে আহার করছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক লঙ্গরখানার ভেতরে সাহায্য চাইতে আসে। মানুষ যখন তাকে বের করে দিতে উদ্যত হয়, তখন হুযূর (আ.) তাকে নিজের হাতে খাবার এনে দেন এবং লোকজনকে ভিখারির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে বারণ করে বলেন, সে খাবার খেতে এসেছে; তাকে ধমক দেবে না।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে আসে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিতর্ক শুরু করে। ঈসা (আ.)-এর জীবনমৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হুযূর (আ.) যখন তাকে উত্তর দেওয়া শুরু করেন, তখন সে নির্বাক হয়ে যায়। তিনি (আ.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, বুঝেছ কি? তখন সে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলে, আমি বুঝেছি যে, আপনি দাজ্জাল (নাউযুবিল্লাহ); কারণ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য হলো সে তর্কে অন্যদের নিরুত্তর করে দেবে। তিনি (আ.) এরপর আর কিছুনা বলে বাড়ির ভেতরে চলে যান। অমৃতসরে গিয়ে এই মৌলভী একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং তাতে এই বাহাসের ঘটনা উল্লেখ করে লেখে, যখন তিনি ভেতরে চলে যান, তখন আমি একটি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত, আমাকে কিছু সাহায্য করুন। তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে ১৫ রুপি পাঠিয়ে দেন। আমার চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন সত্ত্বেও যখন তিনি জানতে পারেন যে, আমি অভাবী তখন তিনি আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন; এটি কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। তিনি অত্যন্ত দানশীল।

হযরত কাজী আবদুল গফুর সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৬ সালে আমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে রাওয়ালপিন্ডি থেকে কাদিয়ানে গিয়েছিলাম। হুযূর (আ.) মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। হাকিম শাহ নেওয়াজ নামের এক ব্যক্তি হুযূরকে একটি থলিতে ১৭ পাউন্ড নজরানা (উপহার) হিসেবে দিলেন। হুযূর (আ.) থলিটি নিয়ে পকেটে রাখলেন। নিচে একজন সাহায্যপ্রার্থী দাঁড়িয়ে ছিল। সে হুযূরের কাছে কিছু চাইল। হুযূর (আ.) পকেট থেকে সেই থলিটিই বের করে তার হাতে দিয়ে দিলেন। হাকিম সাহেব আরয করলেন, হুযূর! এতে তো ১৭ পাউন্ড ছিল! (উত্তরে হুযূর) বললেন, এটি তারই ছিল, তারই কাছে পৌঁছে গেছে। সেই যুগে এটি অনেক বড় অংকের টাকা ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার আম্মাজান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হযরত সাহেব প্রচুর সাদকা দিতেন এবং সাধারণত এত গোপনে দিতেন যে, আমরাও জানতে পারতাম না।

আমি জিজ্ঞেস করি, হুযূর কত সাদকা দিতেন? তখন আম্মাজান বলেন, প্রচুর দিতেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে যত টাকা আসত তার এক দশমাংশ সাদকার জন্য আলাদা করে রাখতেন।

এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এক দশমাংশের বেশি দিতেন না; বরং কখনো কখনো প্রয়োজনীয় খরচ অনেক বেড়ে যেত, তাই সাদকার অর্থে যেন কোনো ঘাটতি না হয় সেজন্য তিনি আগেই অন্তত এক দশমাংশ আলাদা করে রাখতেন, যাতে সেই অর্থ অন্য কোনো খাতে খরচ না হয়ে যায়। সাদকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আহমদী বা অ-আহমদীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এটিও তাঁর চিরায়ত অভ্যাস ছিল যে, তিনি সাহায্য যাচনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপও খুব ভালো বুঝতেন।

একবার কোনো এক ব্যক্তি হুযূর (আ.) এর জন্য একটি সুন্দর টুপি পাঠালেন। যখন এই পার্সেলটি হযরতের খিদমতে পৌঁছাল, তখন ঘটনাক্রমে সেখানে একজন হিন্দু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি (আ.) পার্সেলটি খুললে তা থেকে টুপিটি বের হলো। সেই হিন্দু ব্যক্তিটি সেটির খুব প্রশংসা করল। হুযূর (আ.) সেই টুপিটি তাকেই দিয়ে দিলেন।

সরফরাজ খান নামের একজন আহ্‌মদী বর্ণনা করেন যে, আমি জলসায় এসেছিলাম এবং হুযূর (আ.)-কে কেউ একটি স্ত্রী ঘোড়া উপহার দিয়েছিল, তখন আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, এটি যদি আমি পেয়ে যেতাম তবে এটিকে নিয়ে যেতাম এবং (সবাইকে) বলতাম যে আমি মসীহের ঘোড়া নিয়ে এসেছি! জলসার পর আমি আরয করলাম, হুযূর (আ.)! আমি ফিরে যেতে চাই। (উত্তরে হুযূর) বললেন, অপেক্ষা করো। কয়েকদিন পর আমি আবারও একই কথা বললে হুযূর বললেন: চৌধুরী সাহেব! এই ঘোড়াটি নিয়ে যান। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর! এই ঘোড়ার মূল্য কত? তিনি (আ.) বললেন, এটিকে ঘাস ও দানা খাওয়াও এবং এর ওপর সওয়ার হও-এটাই এর মূল্য।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরও এসব উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী করুন, যা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর এই নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছিলেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

26 June May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in